ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩২ বর্ষ ১৩তম সংখ্যা | ওয়েব সাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ৩১ আষাঢ় ১৪২৫, ১৫ জুলাই ২০১৮

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ঢাবি পরিবারের শ্রদ্ধা নিবেদন

গত ১৩ জুলাই ২০১৮ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এর নেতৃত্বে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সিনেট সদস্যবৃন্দ।

এ সময় তিনি পবিত্র ফাতেহা পাঠ এবং বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টে নিহত সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন।

পরে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামের নেতৃত্বে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ পৃথকভাবে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যবৃন্দও জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

গত ১৩ জুলাই ২০১৮ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এর নেতৃত্বে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সিনেট সদস্যবৃন্দ। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম সহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও সিনেট সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তারা পবিত্র ফাতেহা পাঠ এবং বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টে নিহত সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন।

ঢাবি 'প্রভোস্ট কমিটি'র সভার সিদ্ধান্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলসমূহে সাম্প্রতিককালে কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রেক্ষাপট বিবেচনা ও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট কমিটির এক সভা গত ৫ জুলাই ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল ও হোস্টেলসমূহের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ছাত্রত্ব নেই এমন অছাত্রকে কর্তৃপক্ষ হলে অবস্থান করতে দেবেন না এবং অনতিবিলম্বে অছাত্রদের (যদি থাকে) হল ছাড়ার নির্দেশ সম্বলিত নোটিস প্রদান করবেন। এতদ্‌বিষয়ে প্রয়োজনে হল কর্তৃপক্ষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নেবেন। হল প্রশাসনের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো অভিভাবক ও অতিথিও হলে অবস্থান করতে পারবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ও আবাসিক হল ও হাস্টেলসমূহে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন, চরমপন্থী ও উগ্র ভাবাদর্শ প্রচারে ও কর্মকাণ্ডে কেউ সংশ্লিষ্ট আছে কী না তদবিষয়ে সতর্ক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও হল প্রশাসনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হলো। কোনো অবস্থাতেই যাতে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ও চরমপন্থীরা হলে প্রবেশ অথবা অবস্থান করতে না পারে সে ব্যাপারে হল প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক ও তৎপর থাকতে হবে। এতদবিষয়ে ও সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সকল হলে অবস্থানরত ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষার্থীদের সাথে হল প্রশাসন নিয়মিত মত বিনিময় সভা করবেন।

শিক্ষা ও শিক্ষা-সহায়ক কর্মকাণ্ড ব্যতীত আবাসিক হল/হোস্টেলে বসবাসরত শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ও স্বাভাবিক জীবনে বিঘ্ন ঘটায় এমন কর্মসূচি (উস্কানিমূলক বক্তব্য, গুজব ছড়ানো প্রভৃতি) গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেয়া হোক। সম্প্রতি ছাত্রী হলে যারা গভীর রাতে স্লোগান দিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বিঘ্ন ঘটিয়েছে তাদেরকে আবাসিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যত্নশীল থাকার জন্য পরামর্শ দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রাধ্যক্ষগণ চিঠি দিবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শুধুমাত্র এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। এখানে বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/প্রক্টরের পূর্বানুমতি ছাড়া ক্যাম্পাসে অবস্থান ও ঘোরাফেরা এবং কোনো ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। এতদ্‌বিষয়ে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নিবেন।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত কতিপয় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার তদন্ত করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদকে আহবায়ক করে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা ও নিরাপত্তা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সদয় সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

ঢাবি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে-উপাচার্য

উৎসবমুখর পরিবেশে গত ১ জুলাই ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে "অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে উচ্চশিক্ষা"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ক্যাম্পাসকে সাজানো হয় মনোরম সাজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন ও হল আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের বর্ণাঢ্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পতাকা উত্তোলন, পায়রা উড়ানো, কেক কাটা, উদ্বোধনী সংগীত, শোভাযাত্রা, গবেষণা ও আবিস্কার বিষয়ক প্রদর্শনী, চিত্রকর্ম প্রদর্শনী প্রভৃতি।

সকাল ১০টায় প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন চত্বরে জাতীয় পতাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচী শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান দিনব্যাপী কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। এর আগে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শোভাযাত্রাসহ প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন মলে জমায়েত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান র‍্যালির নেতৃত্ব দেন।

সকাল ১১টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর সহ তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সবাইকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশ্ববিদ্যালয় অস্থিতিশীল হলে শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার প্রধান ক্ষতির শিকার হয় - উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার প্রধান ক্ষতির শিকার হয়। তাই শিক্ষা জীবন ব্যাহত হয়, এধরণের কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষার্থীদের বিরত থাকতে হবে। গত ৩ জুলাই ২০১৮ আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সহযোগিতায় দি ডেইলি স্টার আয়োজিত 'প্রমোটিং নলেজ' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে দি ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের এম ডি ও সিইও আনিস এ খান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. শিশির ভট্টাচার্য্য বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন সংগ্রামের সূতিকাগার। ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব দেন। তবে বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই সময়ের আন্দোলন এবং এই সময়ের আন্দোলনের ধরণ ও পদ্ধতি এক হতে পারেনা। সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে। গুজবে কান না দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে নির্ধারিত কিছু ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে দি ডেইলি স্টার পত্রিকা বিতরণ করা হয়। নির্ধারিত এসব শিক্ষার্থী আগামী এক বছর দি ডেইলি স্টার সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে পাবেন।

ঢাবি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে-উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপাচার্য বলেন, বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, জ্ঞান চর্চা তথা এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্টি হয়েছে অনেক স্বনামধন্য গবেষক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও মনীষীর। তিনি শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

এরআগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নতুন একটি ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দুর্লভ পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনী, কার্জন হলে বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের উদ্ভাবিত চিকিৎসা প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও গবেষণা প্রদর্শনী, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির উদ্যোগে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বাংলা বিভাগের উদ্যোগে নাট-মণ্ডলে 'হরপ্রসাদ-শহীদুল্লাহ স্মারক বক্তৃতা', কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, চীনের ইউনান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে চিত্রকর্ম প্রদর্শনী ও শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া, দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও হল দিনব্যাপী নিজস্ব কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ছিল, তবে অফিসসমূহ খোলা ছিল।

হরপ্রসাদ-শহীদুল্লাহ্ স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ও বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে গত ১লা জুলাই ২০১৮ নাট-মণ্ডলে 'হরপ্রসাদ-শহীদুল্লাহ্ স্মারক বক্তৃতা-২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলা বিভাগের অ্যালামনাই জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক ও বিভাগের অ্যালামনাই অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম।

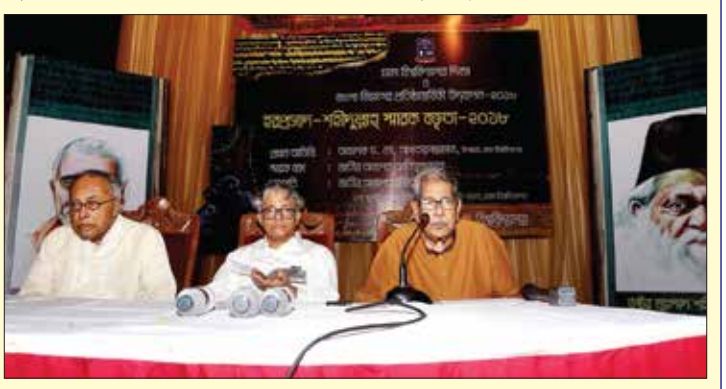

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও বাংলা বিভাগের ইতিহাস এক ও অভিন্ন। স্মারক বক্তৃতায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে যেসব তথ্য উঠে এসেছে তা থেকে যে শিক্ষা আমরা পাই তা হলো মূল্যবোধ। তাঁদের জীবনের মূল্যবোধ থেকে শিক্ষা নিয়ে তরুণ প্রজন্ম স্ব স্ব জীবনে প্রয়োগ করবে। সেই সাথে এই মাপের মানুষগুলোর মূল্যবোধ যেন আমাদের মাঝে জাগ্রত হয় এবং আমরা যেন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারি- এটি হোক আমাদের আজকের প্রত্যাশা।

স্মারক বক্তৃতায় জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, শুধু শিক্ষাদানেই নিজেদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেননি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা ও সম্পাদনার মাধ্যমে তাঁরা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদকে সবার গোচরে এনেছেন তিনি। আর বিভাগের প্রথম প্রভাষক ছিলেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণের দাবি জানিয়েছিলেন তিনি। তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হয়ে আসেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। নতুন বিভাগ স্থাপন করতে যেসব কাজ করা আবশ্যক, তার সবই তিনি করেছিলেন সানন্দে, শিক্ষকতায় খুব সফলতাও লাভ করেছিলেন।

এতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী। পরে বিভাগের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জগন্নাথ হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ১৬ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের ১৬জন মেধাবী ছাত্র 'জগন্নাথ হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছেন। গত ৮ জুলাই ২০১৮ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, সিন্ডিকেট সদস্য এস এম বাহালুল মজনুন, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান এবং হলের আবাসিক শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমিক, বিনয়ী ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হতে হবে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা হলেন- সুজন চন্দ্র রায়, সুজন দাস, ইলিয়াস মুর্মু, পবিন চন্দ্র বর্মণ, পলাশ রায়, বিপ্লব বাড়ৈ, ধনেশ্বর রায়, অপু দত্ত, শুভ্র বিশ্বাস, পার্থ সরকার, দুলাল দাশ, তুষার সরকার, জয় চৌধুরী, মিলন কুমার দাশ, মৃণাল চন্দ্র রায় এবং সৌরভ কীর্ত্তনীয়া।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের 'Master of Accountancy in Taxation' প্রোগ্রামের নবীন বরণ অনুষ্ঠান গত ৮ জুলাই ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ কনফারেন্স হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ। এতে সভাপতিত্ব করেন একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রিয়াজুর রহমান চৌধুরী।

ড. হালিমা খাতুন-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষক এবং বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক ড. হালিমা খাতুনের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৩রা জুলাই ২০১৮ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, ড. হালিমা খাতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক। বাংলা মাতৃভাষা আন্দোলনের সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরের আমতলায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে ছাত্রীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য-পুস্তক রচনা করে মাতৃভাষায় শিক্ষা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে তাঁর অদানের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারসহ সমগ্র দেশবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

হালিমা খাতুন ১৯৩৩ সালের ২৫ শে আগস্ট বাগেরহাট জেলার বাদেকাড়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাদেকাড়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, মনমোহিনী গার্লস স্কুল, বাগেরহাট প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজে পাঠ শেষে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এমএ এবং পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাস করেন। ১৯৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নর্দান কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

হালিমা খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শুধু নয়, পাড়ায় পাড়ায় মহিলাদের সংগঠিত করে ভাষা আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছেন। বিশেষত ভাষা আন্দোলনের দিনগুলোতে এসব কাজ করে তিনি আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ভাষা আন্দোলনে সেই অনন্য অবদানের জন্য তিনি শিল্পকলা একাডেমি থেকে 'ভাষা সৈনিক' সম্মাননা লাভ করেন। হালিমা খাতুনের একমাত্র মেয়ে দেশের অন্যতম আবৃত্তিশিল্পী প্রজ্ঞা লাবণী।

১৯৫৩ সালে খুলনা করোনেশন স্কুল এবং আরকে গার্লস কলেজে শিক্ষকতার মধ্যদিয়ে হালিমা খাতুনের কর্মজীবনের শুরু। কিছুদিন রাজশাহী গার্লস কলেজে শিক্ষকতার পর যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে। এখান থেকে অধ্যাপক হিসেবে ১৯৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, ভাষাসৈনিক হালিমা খাতুন গত ৩ জুলাই ২০১৮ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষক এবং বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক ড. হালিমা খাতুনের মরদেহ গত ৪ জুলাই ২০১৮ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে আনা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান রক্ষিত মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ উপস্থিত ছিলেন।

প্রাক্তন রেজিস্ট্রার আবু জায়েদ শিকদার-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার আবু জায়েদ শিকদার গত ২ জুলাই ২০১৮ বার্ধক্যজনিত কারণে গ্রীণ রোডস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

আবু জায়েদ শিকদার- এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, আবু জায়েদ শিকদার বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক ভাষা সৈনিক। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি আমতলায় ছাত্রসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য প্রথম দশ জনের যে দলটি রাস্তায় নেমে আসে তিনি তার অন্যতম একজন সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

আবু জায়েদ শিকদার- এর জন্ম ১৯৩১ সালে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার কড়িকান্দি গ্রামে। ১৯৫১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ থেকে বি এস সি (অনার্স) এবং ১৯৫২ সালে এম এস সি পাশ করেন। এরপর সুনামগঞ্জ কলেজ, চাঁদপুর কলেজ এবং ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী কন্ট্রোলার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি ডেপুটি কলেজ পরিদর্শক, ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত কলেজ পরিদর্শক এবং ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে আবু জায়েদ শিকদার ১৯৫৭ সালে তৎকালীন ইউ.ও.টি.সিতে (পরবর্তীতে বিএনসিসি) যোগদান করেন এবং ১৯৫৯ সালে কমিশনপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৭-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি লেঃ কর্ণেল হিসেবে ১ রমনা ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আবু জায়েদ শিকদার বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় গণিতের একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বাংলা ভাষা চালুর লক্ষ্যে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "প্রশাসনিক পরিভাষা কমিটি"র সদস্য-সচিব এবং "বাংলাদেশ গণিত সমিতির" পরিভাষা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'মাতৃভাষা পদক' লাভ করেন।

আবু জায়েদ শিকদার-এর নামাজে জানাজা গত ৪ জুলাই ২০১৮ বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদুল জামিয়া'য় অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন মেয়ে, দুই ছেলে, আত্মীয়স্বজন সহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর মেঝ মেয়ে অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

মালয়েশিয়ার বাইনারি ইউনিভার্সিটির এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান

মালয়েশিয়ার বাইনারি ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড অন্ট্রাপ্রেনারশিপ-এর এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান তান শ্রি দাতো প্রফেসর জোসেফ এদেইকালাম গত ৪ জুলাই ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান-এর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। বাইনারি গ্র্যাজুয়েট স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. আসিফ এসময় তার সঙ্গে ছিলেন।

বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মিসেস তাহমিনা আখতার উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালয়েশিয়ার বাইনারি ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড অন্ট্রাপ্রেনারশিপ-এর মধ্যে ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিক উদ্যোগ বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরীর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। গ্র্যাজুয়েটদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "এশিয়ান লিডারশিপ ইনস্টিটিউট" প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারেও তারা আলোচনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের দু'জন অধ্যাপক

যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. স্টিভ গুডব্রেড এবং অধ্যাপক ড. জোনাথন এম গিলিগান গত ১০ জুলাই ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় জার্মানীর টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব ড্রেসডেন-এর এনভায়রণমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ মল্লিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ এবং মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. মনিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটির মধ্যে পানি দূষণ, আর্সেনিক, নদী ভাঙ্গন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে আরও পরিবেশ বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ তৈরীর ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন। এ সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নের লক্ষ্যে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারেও তারা মত বিনিময় করেন।

পরে, অধ্যাপক ড. স্টিভ গুডব্রেড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগে পরিবেশ বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এছাড়া, অধ্যাপক ড. জোনাথন এম গিলিগান গত ৭ জুলাই ২০১৮ সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস মিলনায়তনে জলবায়ু পরিবর্তন ও নদী যোগাযোগ বিষয়ে এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন।

পর্তুগিজ অধ্যাপক

পর্তুগালের বেইরা ইন্টারিওর ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আন্দ্রে বারাতা গত ১২ জুলাই ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এহসানুল হক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পর্তুগালের বেইরা ইন্টারিওর ইউনিভার্সিটির মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এ সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নের লক্ষ্যে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইতোমধ্যেই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য উপাচার্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

পরে, অধ্যাপক ড. আন্দ্রে বারাতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে "Universal Basic Income and the Relations between Time and Contemporary Social Domination" শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধিদল

বিশ্ব ব্যাংকের এডুকেশন গ্লোবাল প্র্যাকটিস-এর মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদ ভেনকাতেশ সুনডারারামান-এর নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল গত ১২ জুলাই ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তার বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- বিশিষ্ট শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কোয়েন গেভেন, ঢাকাস্থ এডুকেশন গ্লোবাল প্র্যাকটিস-এর সিনিয়র অপারেশন অফিসার ড. মোখলেসুর রহমান এবং কনসালটেন্ট এম আসাহাবুর রহমান। সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে মতবিনিময় করেন। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্গত নারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনায় গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য উপাচার্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

চীনা প্রতিনিধিদল

চীনের বহুজাতিক কোম্পানি টিন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান লি জিনইয়ান-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ১৪ জুলাই ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন- ইলেন হু এবং স্যামুয়েল মা।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, আর্থ এন্ড এনভায়রণমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হাসানুজ্জামান, চারুকলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক শিশির কুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য চীনা প্রতিনিধি দলকে ধন্যবাদ জানান।

বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ এ. এফ. এম. নজরুল মজিদ বেলাল-এর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ এ. এফ. এম. নজরুল মজিদ বেলাল-এর মৃত্যুতে এক স্মরণ সভা গত ১৪ জুলাই ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনস্থ এ্যালামনাই ফ্লোরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর এবং আইবিএ'র অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুল মজিদ, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতির সাবেক নেতৃবৃন্দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ছাত্র সমিতির সাবেক নেতৃবৃন্দ এই স্মরণ সভার আয়োজন করে।

শেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মরহুম আলহাজ্ব মো. আব্দুল মজিদের পুত্র ঢাকা উইমেন্স কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এ. এফ. এম. নজরুল মজিদ বেলাল ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, ন্যাপ (মোজাফ্ফর)-এর সাধারণ সম্পাদক, ১৪ দল কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সদস্য এবং সত্তর দশকের শেষে ও আশির দশকের গোড়ার দিকে সামরিক স্বৈরশাসন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক বাংলাদেশ ছাত্র সমিতির সাবেক সভাপতি।

উল্লেখ্য, মরহুম এ. এফ. এম. নজরুল মজিদ বেলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএ'র অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুল মজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী-এর বড় ভাই।

উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের আলোচনা সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৩০ জুন ২০১৮ অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে রাহমান চৌধুরী রচিত "স্বাধীনদেশে ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থা" শীর্ষক গ্রন্থের ওপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ।

কেন্দ্রের পরিচালক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান।

গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আইন কমিশনের মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা জেলা জজ ফউজুল আজিম, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টি বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া সংহতি প্রকাশন পরিষদের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য জনাব ফিরোজ আহমেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম।

যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. স্টিভ গুডব্রেড এবং অধ্যাপক ড. জোনাথন এম গিলিগান গত ১০ জুলাই ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

পর্তুগালের বেইরা ইন্টারিওর ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আন্দ্রে বারাতা গত ১২ জুলাই ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

বিশ্ব ব্যাংকের এডুকেশন গ্লোবাল প্র্যাকটিস-এর মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদ ভেনকাতেশ সুনডারারামান-এর নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল গত ১২ জুলাই ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তার বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

চীনের বহুজাতিক কোম্পানি টিন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান লি জিনইয়ান-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ১৪ জুলাই ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

মালয়েশিয়ার বাইনারি ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড অন্ট্রাপ্রেনারশিপ-এর এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান তান শ্রি দাতো প্রফেসর জোসেফ এদেইকালাম গত ৪ জুলাই ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান-এর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের 'অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এসিবিএ)' প্রোগ্রামের ১৩তম ব্যাচের নবীন বরণ অনুষ্ঠান গত ৬ জুলাই ২০১৮ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ ফারহাত আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের এসিবিএ প্রোগ্রামের সমন্বয়ক ড. মো. মহিউদ্দিন এবং ইনস্টিটিউটের এমডিপি প্রোগ্রামের সমন্বয়ক মিজ সুতপা ভট্টাচার্য।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-সহায়ক কর্মকাণ্ড : সেকাল একাল' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি সামনে রেখে সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস এন্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস (কারাস) এর উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-সহায়ক কর্মকাণ্ডের চালচিত্র নিয়ে গবেষণাভিত্তিক 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সহায়ক কর্মকাণ্ড : একাল সেকাল' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান গত ৪ জুলাই ২০১৮ সেন্টারের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। সেন্টারের চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদ।

সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কমে যাওয়ার প্রধান কারণ হলগুলোতে ছাত্র সংসদ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর হলগুলোতে নির্বাচিত ছাত্রসংসদ থাকা অত্যন্ত জরুরী। এটি ছাড়া সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কিংবা খেলাধুলা কোনটিই সম্ভব নয়। আমাদের দায়িত্ব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটানো। আর এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কাজ করতে আগ্রহী বলে মন্ত্রী জানান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সাহিত্য কর্মের স্মৃতিচারণ করে বলেন, জঙ্গীবাদ নির্মূলে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটানো দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যা চর্চার পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। সত্যেন বোসের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, অগ্রপথিকদের সম্মান ও তাঁদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা আমাদের জানতে হবে এবং সেজন্য তাঁদের লেখা বিভিন্ন বই আমাদের চলার পাথেয়।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবহাওয়াবিজ্ঞান বিভাগের Atmospheric Observatory-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১১ জুলাই ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। এসময় বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশীদসহ বিভাগ ও অনুষদের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে Atmospheric Observatory-এর সামনে অতিথিদের দেখা যাচ্ছে।

'বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম স্মৃতি ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীব বিজ্ঞান অনুষদস্থ অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগে 'বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম স্মৃতি ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াত বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম এর বোন নীরু সামসুন নাহার এবং ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা ১৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ১২ জুলাই ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান প্রমুখ।

উপাচার্য ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতাদের ধন্যবাদ জানান। এই ফান্ডের অর্থায়নে প্রদত্ত বৃত্তি ও স্বর্ণপদক শিক্ষার্থীদের যেমন উৎসাহিত করবে তেমনি শিক্ষকদের গবেষণা কর্মেও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষ সম্মান সমাপনী পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীকে লভ্যাংশের ৫০% টাকা বৃত্তি হিসেবে এবং অবশিষ্ট ৫০% টাকা জীব বিজ্ঞান অনুষদের একজন শিক্ষককে (প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক) সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষে তার প্রকাশিত গবেষণা কর্মের জন্য 'বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম স্বর্ণপদক' প্রদান করা হবে।

ঢাবি ক্যাম্পাসে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপন

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষ্যে গত ১১ জুলাই ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ আয়োজিত "Family Planning is a Human Right" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই গুরুত্বারোপ করেন। ইউএনএফপিএ'র সহযোগিতায় এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ বিল্‌লাল হোসেন পৃথক পৃথক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিভাগের প্রভাষক শাফায়াত সুলতান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে অসচেতন। তাদের সচেতন করে তুলতে শিক্ষার্থীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। পরিকল্পিত পরিবার গঠনকে মানবাধিকার নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত হিসেবে বর্ণনা করে উপাচার্য বলেন, প্রতিমাসে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পরিবারে দু' হাজার

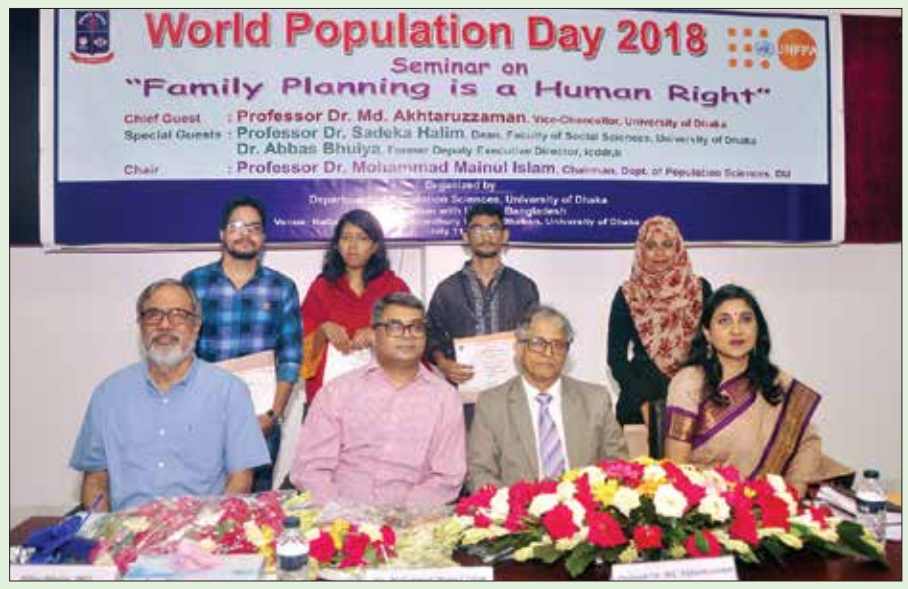

শিশুর জন্ম হচ্ছে। এসব শিশুর মানবাধিকার মারাত্মক হুমকির মুখে রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশংকা রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও আইসিডিডিআরবি'র প্রাক্তন উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. আব্বাস ভূঁইয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী এবং অনুষ্ঠানে "Family Planning is a Human Right" শীর্ষক আন্ত:বিভাগ রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ঢাবি'র ৮ মেধাবী শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের বিবিএ (সম্মান) এবং উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় ৪জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'মুস্তাফিজুর রহমান খান-সালেহা খানম মেমোরিয়াল বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বিএস (সম্মান) ও আইন বিভাগের এলএলবি (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত ৪জন ছাত্র-ছাত্রী 'প্রফেসর মাহফুজা খানম-ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বৃত্তি' লাভ করেছেন। গত ১২ জুলাই ২০১৮ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবদুস ছাত্তার, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. সানজীদা আখতার, ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক মাহফুজা খানম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

'মুস্তাফিজুর রহমান খান-সালেহা খানম মেমোরিয়াল বৃত্তি'প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- আফরিন সুলতানা (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স), আল আমিন বিশ্বাস (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স), হালিমা-তুস সাদিয়া (উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ) এবং কাজী আল আমিন (উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ)।

'প্রফেসর মাহফুজা খানম-ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বৃত্তি'প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন-পুলক দাস গুপ্ত ও নন্দিতা দেব (পদার্থবিজ্ঞান) এবং নাসরিন আক্তার ও মো. আবু সায়েম (আইন)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণ রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে '2nd Professor Kamaluddin Ahmed' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতানুষ্ঠান গত ৪ জুলাই ২০১৮ কামালউদ্দীন আহমেদ লেকচার গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫